বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

স্মারক নং- ৩৭.১৬.০০০০.০০৬.৩৪.০০১.১৯-১৫৪৯

তারিখঃ ২৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **অর্থ মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সাধারণ বৃত্তি/মেধাবৃত্তি ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বোর্ড সমূহের করণীয় সিদ্ধান্তের বিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ (১) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অধিশাখা-২ এর ১৭/০৬/২০১৯ তাং সভার কার্যবিবরণী।
(২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর স্মারক নং ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৬.১২-১৮৩/১১, তাং ২০/০৬/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সাধারণ বৃত্তি/মেধাবৃত্তি ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত ও করণীয় নির্ধারণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বোর্ড থেকে কিভাবে বৃত্তির অর্থ উত্তোলন করা যাবে তার বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো হবে।

অত্র বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

২৬.০৬.১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

২৬/০৬/১৯

মাদ্রাসা প্রধান (সকল)
বোর্ডের অধিভুক্ত সকল মাদ্রাসা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১
বাজেট অধিশাখা-২
www.mof.gov.bd

বিষয়ঃ **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে বৃত্তি/মেধাবৃত্তি ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতিঃ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
সভারি তারিখঃ ০৯ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ
সভার সময়ঃ সকাল ১১: ঘটিকা
সভার স্থানঃ অর্থ বিভাগের সভাকক্ষ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে বৃত্তি/মেধাবৃত্তি ও জুনিয়র স্কুল সমাপনী পরীক্ষা ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস ঠিকানা
১.	জনাব নাজমুল হক খান, অতিরিক্ত	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২.	জনাব মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী, পরিচালক (ক ও প্র)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.	জনাব সিরাজুল ইসলাম খান, পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৪.	মোঃ নুরুল আমিন উপসচিব	প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব তনিমা তাসমিন, উপসচিব (বাজেট-২)	অর্থ বিভাগ
৬.	জনাব [illegible] খলিলুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন)	ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
৭.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, উপপরিচালক	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৯.	জনাব আবদুল জলিল মিয়া, উপপরিচালক (অর্থ)	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১০.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলীল, উপপরিচালক (অর্থ)	ব্যানবেইস
১১.	মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, উপ-পরিচালক (অর্থ)	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
১২.	জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ, সহকারী পরিচালক	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
১৪.	জনাব তৈয়ব হোসেন সরকার, উপ-রেজিস্ট্রার	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
১৫.	জনাব এস.এম. হুমায়ুন কবির, সহকারী সচিব	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৬.	জনাব সাব্বির আহমেদ খান, পরামর্শক	পিইএমএসপি
১৭.	জনাব এ এস এম লোকমান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২.০ সভার শুরুতে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ ও সভার সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি বলেন, সরকারের সকল আয়-ব্যয় নতুন আর্থিক শ্রেণিবিন্যাস ও আইবাস++ সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে। তাই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বরাদ্দ আইবাস++ সিস্টেম এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীগণ সহজে বৃত্তির অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু আইবাস++ এর অধীনে অর্থ বিতরণ কার্যক্রম আনয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে জানানো হয়। নতুন পদ্ধতিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৃত্তির অর্থ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে আজকের এ সভা আহবান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় উপবৃত্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত) ও অটিস্টিক উপবৃত্তি এবং পেশামূলক উপবৃত্তি বিষয়ক তিনটি ক্যাটাগরীতে বিভিন্ন মেয়াদে উপবৃত্তি প্রদান করে। মাউশি-এর সহ-পরিচালক (বাজেট) জানায়, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বৃত্তির টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ মাউশি অধিদপ্তরকে অবহিত করেন যে, আইবাস++ সিস্টেম এ বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস টাকা ছাড় করতে পারছেনা। সমস্যাটি নিয়ে মাউশি আইবাস++ প্রজেক্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা মাঠ পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করার পরামর্শ প্রদান করেন। আর্থিক অংক সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকায় মাউশি'র পক্ষে এ পদ্ধতি ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে না বিধায় এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন মর্মে মাউশি জানায়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

৩.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২২০ কোটি (দুইশত বিশ) টাকার মধ্যে২১৮,৭৩,৮০ হাজার টাকা(দুইশত আঠার কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আশি হাজার টাকা) মাউশি অগ্রিম উত্তোলন করে মাউশি ০৯টি শিক্ষা বোর্ডকে চেকের মাধ্যমে বিতরণ করবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলনের জন্য অর্থ বিভাগ হতে পৃথকভাবে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না;

(খ) সকল বোর্ডকে বিতরণের পর বৃত্তি/মেধাবৃত্তি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে;

(গ) শিক্ষা বোর্ডসমূহ "বৃত্তি/মেধাবৃত্তি বিতরণ" নামে একটি নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলবে অথবা বিদ্যমান একাউন্টে উক্ত অর্থ জমা করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবে;

(ঘ) বর্তমানে অধ্যয়নরত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টাকা উত্তোলনের জন্য বর্তমান অধ্যয়নাধীন এলাকার শিক্ষা বোর্ডে আবেদন প্রেরণ করবেন। সকল বোর্ড এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে খরচের হিসাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অবহিত করবেন;

(ঙ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টাকা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বোর্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করবে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি অফিস আদেশ জারি করবে;

(চ) বৃত্তি/মেধাবৃত্তির অর্থ বিতরণের এ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য হবে;

(ছ) আগামী অর্থবছর (২০১৯-২০) হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি সফটওয়্যার ডেভলপ করবে। এছাড়াও, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত অর্থ যেন সরাসরি পেতে পারে এ লক্ষ্যে জি-টু-পি (EFT)-এর আওতায় অনলাইনে প্রেরণের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

(জ) যেহেতু ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করে তাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডকে এতদ্‌বিষয় অবহিত করবে। বৃত্তি/মেধাবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষা বোর্ডে অর্থের ঘাটতি দেখা দিলে অন্যান্য বোর্ডের এ খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ হতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড তা সমন্বয় করবে;

(ঝ) ১৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা এর বিপরীতে বৃত্তির অংক সুনির্দিষ্ট থাকায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ মাউশি'র আওতাধীন প্রাতিষ্ঠানিক কোডভূক্ত হওয়ায় বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাতে বরাদ্দকৃত অবশিষ্ট অর্থ [১,২৬,২০,০০০/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার)] মাউশি অধিদপ্তর অথোরাইজেশন প্রক্রিয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ছাড় করবে।

৪.০ আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ

অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নং -৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৬.১২-১৮৩/১১ তারিখ : ২০/০৬/২০১৯

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে বৃত্তি/মেধাবৃত্তি ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিষয়ে বোর্ডসমূহের করণীয়

সূত্র : ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং : ৩৭.০০.০০০০.১০২.২০.০১৮.১৫-২৪৬, তারিখ : ১৭/০৬/২০১৯
২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং : ৩৭.০০.০০০০.০৭১.৯৯.০০৯.১৮-৪৪৭, তারিখ : ১৩/০৫/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্বখাতভুক্ত বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ নয়টি শিক্ষা বোর্ডকে চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ বৃত্তি/মেধাবৃত্তি বিতরণ নামে একটি নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলবে অথবা বিদ্যমান একাউন্টে উক্ত অর্থ জমা করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থ গ্রহণ করবে। সকল বোর্ড এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আগামী ৩০সেপ্টেম্বর/২০১৯ তারিখের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে ব্যয়ের হিসাবসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করবে। বৃত্তি/মেধাবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষা বোর্ডে অর্থের ঘাটতি দেখা দিলে অন্যান্য বোর্ডের এ খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে তা সমন্বয় করা যাবে। বর্তমানে অধ্যয়নরত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বৃত্তির টাকা উত্তোলনের জন্য বর্তমানে অধ্যয়নাধীন এলাকার শিক্ষা বোর্ডে যেন আবেদন করে এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড অবহিত করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি মাধ্যমিক-১

শাখা হতে সূত্রোক্ত (২নং) স্মারকের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৬/০৫/২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০১.১৯-১৫৭ সংখ্যক স্মারকের তামাদী বৃত্তির মন্জুরীর আদেশ করা হয়। তামাদীকৃত মেধাবৃত্তির অর্থ স্ব-স্ব বোর্ড (বর্তমানে অধ্যয়নাধীন এলাকার শিক্ষা বোর্ড) হতে উত্তোলন করতে পারবে।

এমতাবস্থায়, বিষয়টি অত্যন্ত জনগুরুত্বসম্পন্ন হওয়ায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে যথাসময়ে অর্থ বিতরণের কার্যক্রম সুচারূভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ১। সভার কার্যবিবরণী
২। মন্জুরীকৃত তামাদী মেধাবৃত্তির আদেশ

২০/৬/১৯
প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
ফোন : ৯৫৫৩৫৪২

১. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/সিলেট//বরিশাল/যশোর/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর

২. চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশীবাজার, ঢাকা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (বিতরণ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ওউচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. পরিচালক কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/অর্থ ও ক্রয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
০৩. উপ-পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
০৪. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫নং পুরানা পল্টন, ঢাকা {পত্রটি জারী/প্রকাশের পর হতে (চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে) রাজস্বখাতভুক্ত বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাতে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন না করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং পত্রটি জারীর পূর্ব পর্যন্ত এ খাতে রাজস্ব বাজেটের "১২৫০২০১-১০৮৭৬২-৩৮২১১১৭" বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাত) ব্যয়ের হিসাব বিবরণী মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো}
০৫.বিভাগীয় কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা {পত্রটি জারী/প্রকাশের পর হতে (চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে) রাজস্বখাতভুক্ত বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাতে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন না করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং পত্রটি জারীর পূর্ব পর্যন্ত এ খাতে (রাজস্ব বাজেটের "১২৫০২০১-১০৮৭৬২-৩৮২১১১৭" বৃত্তি/মেধাবৃত্তি খাত) ব্যয়ের হিসাব বিবরণী মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো}
০৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএসসেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি মাউশির ওয়েবসাইটে এবং স্ক্রলে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), জেলা শিক্ষা অফিস
০৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
০৯. রেজিস্ট্রার/অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপার (সকল)----------
১০. সংরক্ষণ নথি।

Kamrun Nahar/AD/AQAU/P&D/DSHE